**শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ডিসেম্বর/২০১৯ মাসের মাসিক সমন্বয়সভার কার্যপত্র**

সভাপতি : কে এম আলী আজম

সচিব

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সভার তারিখ : ২১-০১-২০২০ খ্রিঃ

সময় : বেলা ১১.০০ টায়

সভার স্থান : শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সভাকক্ষ (কক্ষ নং-৪২২, ভবন-০৭)

গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ।

|  |
| --- |
| **মন্ত্রণালয় ও সকল দপ্তর/ সংস্থার জন্য প্রযোজ্য বিষয়াবলি**  |
| ক্রম/নং  |  বিষয় ও গত সভার সিদ্ধান্ত  | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
| ১. | **শূন্যপদে জনবল নিয়োগ** ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ১১টি শূন্যপদ পূরণের জন্য ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ মাসের মধ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (খ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংরক্ষিত ১০% কোটায় শূন্যপদ পূরণের নিমিত্ত DIFE কর্তৃক ৭ দিনের মধ্যে যথাযথ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। সংস্থাপন শাখা কর্তৃক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (গ) ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ০২টি শূন্যপদ পুরণসহ ১ম ও ২য় শ্রেণির অন্যান্য শূন্যপদ পূরণের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (ঘ) শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। (ঙ) নিম্নতম মজুরী বোর্ডের সংশোধিত নিয়োগবিধি অনুমোদনের পর শূন্যপদ পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।  | (ক) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের গ্রেড ১৩-গ্রেড ২০ (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি) ১০টি শূন্যপদে জনবল নিয়োগের বিষয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। জনবল নিয়োগের নিমিত্ত জাতীয় পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, জেলা কোটা এবং কর্মরত কর্মচারীদের জেলাওয়ারী তালিকা পর্যালোচনা ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভা আয়োজনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। (খ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংরক্ষিত ১০% কোটায় শূন্যপদ পূরণের প্রস্তাব গত ০৬-১০-২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৩/১১/২০১৯ তারিখের পত্রের চাহিদা অনুযায়ী তথ্যাদি প্রেরণের জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে গত ২৮/১১/২০১৯ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়। অধিদপ্তর কর্তৃক ০১/১২/২০১৯ তারিখ জবাব দাখিলপূর্বক প্রস্তাব প্রেরণ করে। প্রস্তাবটি যথাযথ না হওয়ায় ১০-১২-২০১৯ তারিখে যথাযথভাবে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য ডিআইএফইকে পুনরায় অনুরোধ জানানো হয়। ডিআইএফই গত ২২-১২-২০১৯ তারিখ প্রস্তাব প্রেরণ করে। প্রস্তাবটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ২৩-১২-২০১৯ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। (গ) ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ২টি শূন্য পদ সরাসরি কোটায় পূরণের জন্য পিএসসিতে ০৮-০৯-২০১৯ তারিখে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। পদোন্নতির কোটায় ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ১টি পদ পূরণের জন্য ০৯-১২-২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া ১ম ও ২য় শ্রেণির অন্যান্য শূন্য পদ পূরণের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।(ঘ) শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের ৩য় ৪র্থ শ্রেণির ০৩টি শূন্য পদ পূরণের প্রক্রিয়া স্থগিত রয়েছে। (ঙ) নিম্নতম মজুরী বোর্ডে নতুন সৃজিত ২টি পদ (ক্যাশ সরকার ও প্রসেস সার্ভার) শূণ্য আছে। নিম্নতম মজুরী বোর্ডের নিয়োগবিধি সংশোধনের পর সংশোধিত নিয়োগবিধি অনুয়ায়ী অস্থায়ীভাবে সৃজিত ২টি পদে পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা হবে।   |
| ২. | নিয়োগবিধি চূড়ান্তকরণ(ক) ‘শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরি বোর্ড, শ্রম আদালত ও শ্রম আপীল আদালত (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯’ চূড়ান্তকরণের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। (খ) শ্রম অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম অনুমোদনের লক্ষ্যে গঠিত সার্চ কমিটিকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে এবং প্রতিবেদন অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। | ক) ‘শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরি বোর্ড, শ্রম আদালত ও শ্রম আপীল আদালত (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯’ প্রণয়ন বিষয়ে নিয়োগবিধি চূড়ান্তকরনের লক্ষ্যে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির বিবেচনার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি ১৪/১১/২০১৯ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করা হয়েছে । এ পরিপ্রেক্ষিতে ০৭-০১-২০২০ তারিখ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কাযবিবরণী এখনও পাওয়া যায়নি।(খ) শ্রম অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম অনুমোদনের লক্ষ্যে ২৫-১১-২০১৯ তারিখে ০৩ সদস্য বিশিষ্ট সার্চ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির আহবায়ক (উপসচিব) জনাব মো: হানিফ সিকদার আরও ০৮ কর্মদিবস বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করেছেন। তার অনুরোধের প্রেক্ষিতে সময় বৃদ্ধি করে ১১-১২-২০১৯ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। সার্চ কমিটি ০২-০১-২০২০ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। প্রতিবেদনের আলোকে অর্গানোগ্রাম সংশোধনপূর্বক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত চেকলিষ্ট অনুযায়ী প্রস্তাব প্রেরণের জন্য ১৬/০১/২০২০ তারিখ শ্রম অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।  |
| ৩. | APA **২০১৯-২০২০ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা** (ক) APA ১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।(খ) ১ম কোয়ার্টারে যে সমস্ত কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জিত হয়নি তা ২য় কোয়ার্টারে আবশ্যিকভাবে অর্জন করতে হবে।  (গ) মন্ত্রণালয়ের APA ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রতিমাসে সভা করে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। (ঘ) অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা-প্রধানগণ জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে নিয়ে প্রতি ৩ মাস অন্তর সভা আয়োজন করতে হবে। ১ম কোয়ার্টারের যে সব লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি তা ২য় কোয়ার্টারে অবশ্যই অর্জনের ব্যবস্থা নিতে হবে। | (ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করার জন্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সকল শাখা/অধিশাখায় এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থায় গত ১৪-১০-২০১৯ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে । (খ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত পরিবীক্ষণ টিম গত ১১-১২-২০১৯ তারিখ সাভারে অবস্থিত ০৩টি কারখানা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং ২৩-১২-২০১৯ তারিখ সকাল ১১:৩০ ঘটিকায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর পরিদর্শন করেন।  (গ) মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) টিম প্রধানের সভাপতিত্বে এপিএ ফোকাল পয়েন্টসহ কমিটির সকল সদস্যদের উপস্থিতিতে অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গত ০৯-১২-২০১৯ তারিখে নভেম্বর ২০১৯ মাসের পর্যালোচনা সভা করে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজ করার জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।  |
| ৪. | **ই-ফাইলিং চালুকরণ** (ক) হার্ডফাইলে প্রাপ্ত ডাক ফ্রন্টডেস্ক হতে কমপক্ষে ৯৫% আপলোড করে ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (খ) অধিশাখা/শাখায় সকল ডাক আবশ্যিকভাবে সৃজিত নোটের মাধ্যমে নিষ্পন্ন করতে হবে। প্রয়োজনে আইসিটি সেলের সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে। (গ) নিম্নতম মজুরী বোর্ড, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, কেন্দ্রীয় তহবিল ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে ই-ফাইলিং কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে। (ঘ) শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন ৩২টি শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রের ই-ফাইলিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। (ঙ) ই-ফাইলিং কার্যক্রমে কোন সমস্যা দেখা দিলে আইসিটি শাখা কর্তৃক তাৎক্ষণিক সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। (চ) মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা তাদের ক্যাটাগরিতে ১ম স্থান অধিকার করলে পুরস্কার প্রদান করা হবে। | (ক) প্রাপ্ত অধিকাংশ পত্র ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। ডিসেম্বর’ ২০১৯ মাসে হার্ডফাইলে প্রাপ্ত ডাক ফ্রন্টডেস্ক কর্তৃক ১০০% আপলোড করে ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। (খ) সকল ডাক সৃজিত নোটের মাধ্যমে নিষ্পত্তির অগ্রগতি আলোচনা করা হয়। (গ) নিম্নতম মজুরী বোর্ড, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, কেন্দ্রীয় তহবিল ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অগ্রগতি সমন্বয়সভায় আলোচনা করা যেতে পারে। (ঘ) শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন ৩২টি শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রকে ইতোমধ্যে ই-ফাইলিং সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। ৩২টি শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের এটুআই-এর প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন(ঙ) ই-ফাইলিং কার্যক্রমে কোন সমস্যা দেখা দিলে আইসিটি শাখা হতে তাৎক্ষনিক সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়। (চ) সভায় আলোচনা করা যেতে পারে। |
| ৫. | **অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ** (ক) প্রশিক্ষণ কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী আবশ্যিকভাবে ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) মন্ত্রণালয়সহ আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সকল কর্মচারীকে স্বল্পসময়ের মধ্যে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে ‘সরকারি কর্মচারী আইন ২০১৮’ অবহিত করতে হবে। (গ) মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রশিক্ষণ ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ শাখা মনিটরিং করবে। (ঘ) প্রশিক্ষণ শাখা হতে প্রয়োজনীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। | (ক) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ৩০ জন কর্মচারীকে, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর কর্তৃক ৮৪ জন কর্মচারীকে, নিম্নতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক ১১ জন কর্মচারীকে এবং কেন্দ্রীয় তহবিল কর্তৃক ১৯ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।  (খ) মন্ত্রণালয়সহ আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সকল কর্মচারীকে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে ‘সরকারি কর্মচারী আইন ২০১৮’ অবহিত করা হয়েছে। (গ) মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রশিক্ষণ ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী প্রশিক্ষণ শাখা হতে নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। (ঘ) মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ শাখা হতে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।  |
| ৬. | **তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ** প্রত্যেক শাখা/অধিশাখা কর্তৃক প্রতিমন্ত্রী মহোদয়/সচিব-এর বিদেশ থাকার বা গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের ছবি ও তথ্যাদিসহ চেকলিষ্ট অনুযায়ী তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে আইসিটি সেলে প্রেরণ করতে হবে। আইসিটি সেল প্রাপ্ত তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে নিয়মিত হালনাগাদ করবে। আইসিটি সেল কর্তৃক প্রত্যেক শাখায় এ বিষয়ে ইউও নোট দিতে হবে। | সংশ্লিষ্ট অধিশাখা/শাখা হতে তথ্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে মন্ত্রণালয়ের তথ্য বাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। ০৬/০১/২০২০ ইং তারিখে আইসিটি সেল হইতে সকল কর্মকর্তার নিকট কোন হালনাগাদ তথ্য থাকলে তা প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। |
| ৭. | **অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি** (ক) অডিট টিম কর্তৃক সিভিল অডিট অধিদপ্তর সাথে যোগাযোগ করে স্বল্প সময়ের মধ্যে এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।(খ) যে সমস্ত অডিট আপত্তির ব্রডশিট জবাব প্রস্তুত করা হয়নি মন্ত্রণালয়ের অডিট টিম কর্তৃক দ্রুত সময়ের মধ্যে ব্রডশিট জবাব প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (গ) যে সমস্ত অডিট আপত্তির ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে তা ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (ঘ) মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রত্যেক অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তা সিভিল অডিট অধিদপ্তর ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে।  |  (ক) (ক) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা সংগ্রহের জন্য সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট) গত ১১/১১/২০১৯ তারিখে সিভিল অডিট অধিদপ্তর সাথে যোগাযোগ করেন। সিভিল অডিট অধিদপ্তর থেকে জানানো হয় অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের কাযক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। শীঘ্রই সঠিক সংখ্যা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। (খ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শ্রম অধিদপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সকল অডিট আপত্তির ব্রডশিট জবাব এবং শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের ১৪টি অডিট আপত্তির মধ্যে ১১টি অডিট আপত্তির ব্রডশিট জবাব প্রস্তুত করে সিভিল অডিট অধিদপ্তর প্রেরণ করা হয়েছে। (গ) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য যোগাযোগ অব্যাহত আছে। (ঘ) মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রত্যেক অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ব্যক্তিগতভাবে সিভিল অডিট অধিদপ্তরের যোগাযোগ করে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।   |
| ৮. | **বাজেট** (ক) প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। (খ) তিন মাস অন্তর নিয়মিত Budget Management Committee (BMC) সভা আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) APA/শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কেনাকাটায় ই-জিপি/ই-টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।  | (ক) প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে। (খ) তিন মাস অন্তর নিয়মিত Budget Management Committee (BMC) সভা আয়োজন করা হচ্ছে। সর্বশেষ গত ২৩/১০/২০১৯ তারিখে বাজেট ১ম কোয়ার্টার-এর বিষয়ে Budget Management Committee (BMC) সভা করা হয়েছে। (গ) ই টেন্ডারিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ের সেবা শাখা হতে ০৩টি ই টেন্ডারিং এর কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।  |
| ৯. | **স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুতকরণ।** (ক) মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার স্থাবর সম্পত্তির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গণপূর্ত অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসকের কার্যালয়/ভূমি অফিসের সাথে যোগাযোগ করে সংগ্রহপূর্বক নিজস্ব নামে নামজারি/রেকর্ড সংশোধনীসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) এ বিষয়ে প্রয়োজনে বিধি মোতাবেক সিভিল মামলা করতে হবে। (গ) প্রয়োজনে স্থাবর সম্পত্তি দখলের জন্য প্রাচীর নির্মাণ করতে হবে। | (ক) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক অধীনস্থ অফিসসমূহকে তাগিদ প্রদান করা হয়ছে। শ্রম অধিদপ্তরাধীন ৫২টি দপ্তরের মধ্যে ৪৩টি দপ্তরের নিজস্ব সম্পত্তি রয়েছে। ইতিমধ্যে ২৪টি দপ্তরের স্থাবর সম্পত্তি মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর এর নামে নামজারী করা হয়েছে বাকী ১৯টি দপ্তরের স্থাবর সম্পত্তির নামজারীর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।(খ) শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জে ০৪ (চার)টি সিভিল, সিরাজগঞ্জে ০১ (এক)টি, ষোলশহর, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম এর ০৩ (তিন)টি ভূমি সংক্রান্ত দেওয়ানী মামলা চলমান রয়েছে।(গ) স্থাবর সম্পত্তি শ্রম অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রনে রাখার জন্য প্রাচীর নির্মাণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ০২টি দপ্তরে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের প্রাক্কলিত মূল্য পাওয়া গেছে। |
| **১০.** | **অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় অভিযোগ নিষ্পত্তি** (ক) প্রতি মাসের প্রাপ্ত অভিযোগ এবং পুঞ্জিভূত অভিযোগ সমূহ যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে। (খ) দ্রুততম সময়ের মধ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পুঞ্জিভূত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (গ) নির্দিষ্ট সময়ে অভিযোগকারীকে অবহিত করতে হবে। | (ক) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-কর্তৃক ডিসেম্বর, ২০১৯ মাসে অভিযোগ (পুঞ্জিভুতসহ প্রাপ্তি-৪৯১, নিষ্পত্তি-৩১৬) নিষ্পত্তির হার ৮১%। শ্রম অধিদপ্তরে ০১টি অভিযোগের মধ্যে ১টি অভিযোগ নিষ্পন্ন করা হয়েছে। (খ) যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।(গ) নির্দিষ্ট সময়ে অভিযোগকারীকে বহিত করা হচ্ছে। |
| ১১. | **ইনোভেশন আইডিয়া** (ক) গ্রহণযোগ্য ইনোভেশন আইডিয়াসমূহের কার্যকারিতা নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যাগ গ্রহণ করতে হবে। (খ) মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম কর্তৃক বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। আইডিয়ার ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার করতে হবে। (গ) এটুআই প্রতিনিধিসহ সভা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। (ঘ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। | (ক) ২০১৯-২০২০ বছরের জন্য “Mole Knowledge Sharing Platform” এবং “ Meeting Management System” শীর্ষক দুইটি উদ্ভাবনী ধারণা নির্বাচন করা হয়েছে এবং বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অগ্রগতি সমন্বয়সভা আলোচনা করা যেতে পারে।  |
| ১২. | **মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের ডকুমেন্টরি তৈরি** (ক) মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখা কর্তৃক নতুন টিভিসি তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (খ) ব্যাপক প্রচারের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আরও একটি আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করতে হবে। (গ) মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখা কর্তৃক নির্মিত টেলিভিশন কমার্শিয়াল (TVC) বহুল প্রচারের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় সহ সরকারি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলের কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে প্রচারের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।  | (ক) নতুন করে টিভিসি তৈরির জন্য মন্ত্রণালয়ের নারী ও শিশুশ্রম শাখা হতে প্রশাসন অধিশাখায় ধারণা পাওয়া গেছে। যথাশিঘ্রই প্রশাসন অধিশাখা কর্তৃক টিভিসি তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।(খ) ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনের জন্য গত ২১-০৮-২০১৯ তারিখে সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয় । উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে বিটিভি ব্যতিত ৩০টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে ডকুমেন্টারির সিডি প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয় সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ডকুমেন্টারি বিনা খরচে সম্প্রচার/প্রদর্শন ও টেলিভিশন স্ক্রলবারে প্রদর্শনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছে। বাংলাদেশ টেলিভিশন, সময় টিভি, গাজী টিভি, দীপ্ত টিভি ও মোহনা টিভিসহ বিভিন্ন চ্যানেলে প্রচার হচ্ছে। এছাড়া, শীঘ্রই নতুন টিভিসি তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ইতোপূর্বে ব্যাপক প্রচারের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ে একটি আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পুনরায় একটি একটি আধা-সরকারি পত্রের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরের পর দ্রুত সময়ে প্রেরণ করা হবে। |
| ১৩. | **আদালতে চলমান মামলা মনিটরিং।** (ক) মন্ত্রণালয়ের আইন শাখা ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক চলমান রীট মামলাসমূহের তথ্য সফটওয়্যারে এন্ট্রি দিতে হবে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে। (খ) আদালতে দৈনন্দিন উপস্থাপিত মামলাসমূহ নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। | (ক) চলমান আদালত মামলা মনিটরিং সংক্রান্ত একটি software তৈরি করা হয়েছে। DIFE এবং শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ৩০৬টি মামলার তথ্য এন্ট্রি প্রদান করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে DIFE হতে ২২টি মামলার তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে। (খ) আইন শাখা হতে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ সংশ্লিষ্ট, যে কোন কারিগরী সহায়তার প্রয়োজন হলে আইসিটি সেল প্রদান করে।  |
| ১৪. | **সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী অধিশাখা/শাখা পরিদর্শন**(ক) সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী শাখা পরিদর্শন করতে হবে। নতুন ফরমেট অনুযায়ী পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রশাসন শাখায় প্রেরণ করবে। (খ) প্রশাসন শাখা কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদানকৃত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। | (ক) প্রশাসন শাখা কর্তৃক পরিদর্শন সংক্রান্ত একটি ক্যালেন্ডার তৈরি করে সকল শাখা/অধিশাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০১৯ মাসে প্রশাসন শাখা, আইসিটি সেল, সমন্বয় অধিশাখা,হিসাব শাখা, বাজেট শাখা, সেবা-২ শাখা পরিদর্শন করা হয়েছে।(খ) অফিস কক্ষ বরাদ্দ ব্যতিত অন্যান্য সুপারিশসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।  |
| ১৫. |  **কমপক্ষে একটি ডিজিটাল সেবা, একটি সেবা সহজীকরণ ও একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ** নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দপ্তর/সংস্থাসহ কমপক্ষে একটি ডিজিটাল সেবা, একটি সেবা সহজীকরণ ও একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে হবে।  | (ক) মন্ত্রণালয়ের সেবা সহজীকরণ কার্যক্রম হিসাবে “Online Based Requistion and Inventory Managament System” বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। গত ৩০-০৯-২০১৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ইনোভেশন সভায় এই মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা-কে এ বিষয়ে বিস্তারিত অবহিত করা হয়েছে। (খ) সেবা শাখা হতে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যেগ গ্রহন করবে। এ সংশ্লিষ্ট যে কোন কারিগরী সহায়তার প্রয়োজন হলে আইসিটি সেল প্রদান করে। |
| ১৬. | **কলকারখানার লাইসেন্স প্রদান/লাইসেন্স নবায়ন**  (ক) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শক কর্তৃক স্বল্প সময়ের মধ্যে সকল কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে হবে। (খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত ছক অনুযায়ী কারখানা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন তথ্য প্রেরণ করতে হবে। (গ) কলকারখানার লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট থাকতে হবে। (ঘ) APA লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী Compliance নিশ্চিত করতে হবে।  | (ক) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শক কর্তৃক পরিদর্শন কাযক্রম চলমান রয়েছে। (খ) নির্ধারিত ছক অনুযায়ী পরিদর্শন বিষয়ক তথ্য নিয়মিত প্রেরণ করা হয়।(গ) ডিসেম্বর, ২০১৯ মাসে লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা-৯৯১টি এবং লাইসেন্স প্রদানের সংখ্যা-৯৩৬ টি। ডিসেম্বর, ২০১৯ মাসে প্রাপ্ত লাইসেন্স নবায়নের আবেদন ১৩৭৭টি এবং লাইসেন্স নবায়ন ১৩৪৪টি। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কারখানা লাইসেন্স প্রদান ৪৫৩৪টি এবং কারখানা লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে ১৯,৫৮১টি। (ঘ) নভেম্বর, ২০১৯ মাসে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকৃত কারখানা ১৩২টি এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৬১৪টি। |
| ১৭. | **ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, সিবিএ নির্বাচন, পরিদর্শন ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ**(ক) মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত ছক অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়নের তথ্যাদি প্রেরণ করতে হবে। (খ) ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, সিবিএ নির্বাচন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। | (ক) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ২৫৯টি আবেদনের মধ্যে ৭৫টি আবেদন রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে, ১২টি আবেদন প্রত্যাখান করা হয়েছে, ১২৪টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ৪৮টি আবেদন নথিজাত করা হয়েছে। (খ) ডিসেম্বর/২০১৯ মাসে শ্রম অধিদপ্তরের কোন সিবিএ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নি।  |
| ১৮ | **শ্রম আদালত/ট্রাইব্যুনালের মামলা নিষ্পত্তি** (ক) মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।(খ) মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির জন্য শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং ৭টি শ্রম আদালতের চেয়ারম্যানগণের সমন্বয়ে সুবিধামত সময়ে মন্ত্রণালয়ে সভা করে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। (গ) সিলেট, বরিশাল ও রংপুরে নবগঠিত ৩টি শ্রম আদালত চালুকরণে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। | (ক) ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে ১৫১৯টি মামলা দায়ের ও ৪৯৮টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। বর্তমান ১৯৭৬২টি মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে। মামলা নিষ্পত্তি হার বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত আছে। (খ) মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আলোচনাক্রমে সুবিধামত সময়ে সভা আয়োজন করা হবে। (গ) শ্রম আদালত, বরিশালে ইতোমধ্যে চেয়ারম্যান নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। সিলেট ও রংপুর শ্রম আদালতে চেয়ারম্যান নিয়োগের জন্য আইন ও বিচার বিভাগে পত্র, তাগিদপত্র ও ডিও পত্র দেয়া হয়েছে। অদ্যাবধি চেয়ারম্যান নিয়োগ না দেয়ায় ২য় শ্রম আদালত, চট্টগ্রামের চেয়ারম্যান-কে সিলেট শ্রম আদালত,  এবং শ্রম আদালত, রাজশাহীর চেয়ারম্যান-কে রংপুর শ্রম আদালতের  অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ৩টি আদালতে রেজিস্ট্রার নিয়োগের লক্ষ্যে সরকারী কর্মকমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তর বরিশালের উপ-পরিচালক-কে শ্রম আদালত, বরিশালের রেজিস্ট্রারের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডই’তে অন্তর্ভুক্তকরণের জিও জারী করা হয়েছে। যানবাহন টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রস্তাব গত ১৯-১১-২০১৯ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। নবগঠিত আদালত ০৩টির মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষের সদস্য তালিকার প্রস্তাব প্রেরণের জন্য শ্রম আধিদপ্তর-কে পত্র এবং তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে। । |
| ১৯. | **মজুরি নির্ধারণ/পুন:নির্ধারণ**(ক) জরুরিভিত্তিতে শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধির নাম প্রেরণ করতে হবে। (খ) নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক নিম্নতম মজুরি সংক্রান্ত ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে। এ কার্যক্রমের জন্য সংশোধিত বাজেটে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। (গ) শ্রম অধিদপ্তর মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নতুন নতুন শিল্প সেক্টর চিহ্নিত করে জরুরিভিত্তিতে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।  | (ক) নিম্নতম মজুরি ঘোষণার মেয়াদ ০৫ (পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া বিভিন্ন শিল্প সেক্টরের অনুকূলে মজুরি বোর্ড গঠনের লক্ষ্যে মালিক ও  শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধির মনোনয়ন বিষয়ে ৪২টি শিল্পসেক্টরের মধ্যে ১১টি শিল্পসেক্টরে জরুরীভিত্তিতে মালিক প্রতিনিধির মনোনয়ন প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনকে, শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধির নামের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য জাতীয় শ্রমিক লীগকে পুনরায় তাগিদপত্র এবং বিভাগীয় শ্রম দপ্তর ও আঞ্চলিক শ্রম তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, চট্টগ্রাম হতে আয়ুর্বেদিক কারখানার শ্রমিক প্রতিনিধির মনোনয়ন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে,আয়রন ফাউন্ড্রি এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ” শিল্প সেক্টরের শ্রমিক প্রতিনিধির মনোনয়ন মালিক পক্ষের প্রতিনিধির মনোনয়নের জন্য বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন এবং শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধির শ্রমিকলীগ এবং শ্রম অধিদপ্তরাধীন বিভাগীয় ও আঞ্চলিক শ্রম দপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। (খ) ডাটাবেজ প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে তৈরি করা হবে। সংশোধিত বাজেটে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। (গ) নতুন নতুন সেক্টর চিহ্নিতকরণপূর্বক শিল্প হিসেবে ঘোষণার জন্য শ্রম অধিদপ্তর হতে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে।  |
| ২০. | **বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অর্থ আদায় ও অনুদান প্রদান** (ক) যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান করতে হবে। (খ) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে অর্থ প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে পত্র প্রেরণ করতে হবে।(গ) অর্থ আদায় এবং অনুদান প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।  | (ক) যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। (খ) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে অর্থ প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে ইতোমধ্যে পত্র প্রেরণ করা হচ্ছে।  (গ) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ডিসেম্বর মাসে অর্থ প্রাপ্তি ৩.৭১ কোটি টাকা। ১৭ জন শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে ৮.৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।  |
| ২১. | **কেন্দ্রীয় তহবিলের অর্থ আদায় ও অনুদান প্রদান** ক) যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান করতে হবে। (খ) অর্থ আদায় এবং অনুদান প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।  | (ক) যাচাই-বাছাই করে কেন্দ্রীয় তহবিল হতে প্রকৃত শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। (খ) কেন্দ্রীয় তহবিল হতে ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে মৃত্যু, চিকিৎসা ও শিক্ষাবৃত্তি বাবদ ১২২৩ জন শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে ৯ কোটি ৪১ লক্ষ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।  |
|  ২২. | **মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর /দপ্তর/সংস্থায় মন্ত্রণালয়ের এবং মন্ত্রণালয়ে অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার অনিষ্পন্ন বিষয় নিষ্পন্নকরণ।** প্রশাসন শাখা হতে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। |  সভায় আলোচনা করা যেতে পারে।  |
| ২৩. | **সভায় উপস্থিতি** অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা-প্রধানগণ মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থিত থাকবেন। কোনো কারণে সভায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব না হলে লিখিতভাবে উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করে সমন্বয় অধিশাখাকে অবহিত করতে হবে। |  নির্দেশনা প্রতিপালন করা হয়।  |
| ২৪. | **মাসিক সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা****পূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ।** (ক) মাসিক সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী প্রেরণের ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্ত/ পরিসংখ্যানসহ সমন্বয় অধিশাখায় নিয়মিত প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) উপসচিব (সমন্বয়) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কার্যপত্র প্রস্তুত করে যথারীতি পরবর্তী সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করবেন। (গ) মন্ত্রণালয়ের শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা তাদের মাসিক প্রতিবেদন প্রতি মাসের ৩ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে সমন্বয় অধিশাখায় প্রেরণ করবে। |  মন্ত্রণালয়ের সকল শাখা/অধিশাখা এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহ হতে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে।  |
| ২৫. | **মুজিববর্ষ উদযাপন** মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। | মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গত ০১/১২/২০১৯ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্য বিভিন্ন সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে। সাব-কমিটির কার্যক্রম চলমান আছে।  |

স্বাঃ/-

১৯-০১-২০২০

 মহিদুর রহমান

উপসচিব

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়